সেকেন্ডহ্যান্ড স্মার্টফোন

কেনার আগে জেনে নিন

মেহেদী হাসান

পুরনো বা সেকেন্ডহ্যান্ড মানেই যে খারাপ কিংবা নষ্ট, কিংবা নষ্টই যদি না হবে তবে কেনো তা বিক্রি করতে চাচ্ছেন– এমন ধারণা মোটেই ঠিক নয়। ব্যাপারটা স্মার্টফোন কেনার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এছাড়া বর্তমানে ফিচার ফোন ছেড়ে স্মার্টফোন কেনার ধুম পড়েছে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়া স্মার্টফোন হতে পারে একটি ভালো পছন্দ। প্রধান কারণ, কম টাকায় আপনি পেতে পারেন ভালো একটি স্মার্টফোন। কিছু ঝুঁকি তো আছেই। তাই অবলম্বন করতে হবে সর্বোচ্চ সতর্কতা। কীভাবে ভালো সেকেন্ডহ্যান্ড স্মার্টফোন কিনবেন, তা নিয়েই এ লেখা।

প্রথমে আপনাকে জানতে হবে মানুষ সাধারণত কেনো তাদের ব্যবহার হওয়া স্মার্টফোনটি বিক্রি করে কিংবা করতে চায়। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো প্রস্তুতকারকের স্মার্টফোন বাজারে আসছে। নতুন স্মার্টফোনের নতুন ডিজাইন কিংবা নতুন প্রযুক্তির স্বাদ নিতে মানুষ তাদের পুরনো স্মার্টফোনটি ছেড়ে নতুনের দিকে ঝুঁকছে আর পুরনো ডিভাইসটি বিক্রি করে দিচ্ছে বেশ কম দামে। নতুন স্মার্টফোনের প্রতি যদি আসক্ত না হয়ে থাকেন, তো এই ব্যবহার হওয়া স্মার্টফোন কিনতে পারেন। যেমনটা আগে বলা হয়েছে, অবশ্যই আপনাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, ভেবেচিন্তে তারপর এগোতে হবে। পুরনো স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, ফোনটি কতদিন ব্যবহার করা হয়েছে। নতুন স্মার্টফোনে ওয়্যারেন্টি থাকে, পুরনো স্মার্টফোন হয়তো আপনি ওয়্যারেন্টি পাবেন না কিংবা ওয়্যারেন্টির মেয়াদ থাকবে শেষের দিকে। অর্থাৎ ফোনটি নষ্ট হলে প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে বিনামূল্যের সেবা পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, স্মার্টফোনের সবকিছু সচল আছে কি না তা দেখে নিতে হবে। মূল ডিভাইস তো বটেই, আনুসঙ্গিক যন্ত্রগুলোও বুঝে নিতে হবে। আর তৃতীয়ত, ব্যবহার করার সময় এবং ফোনের অবস্থা বুঝে বর্তমান বাজারমূল্য নির্ধারণ করা। এ ক্ষেত্রে একদম সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা কঠিন। তবে আপনার নির্ধারণ করা মূল্য এবং বিক্রেতার চাওয়া মূল্যের মাঝে খুব একটা তফাৎ না হলে কিনে ফেলতে পারেন।

আপনার প্রয়োজন মাথায় রাখুন

কেনার আগে ভালো করে ভেবে দেখুন কোন ধরনের ফোন আপনি খুঁজছেন। অনেকে স্মার্টফোন বিক্রির ওয়েবসাইটে গিয়ে যে ফোনটি ভালো এবং কম দামে বিক্রি হচ্ছে তা কেনার চেষ্টা করে থাকেন। আপনার প্রয়োজনকে এখানে গুরুত্ব দিন এবং সে অনুসারে ফোন খুঁজে দেখুন। স্মার্টফোন যখন কিনছেন তখন একটা প্রশ্ন এসেই যায়, অ্যান্ড্রয়িড নাকি আইফোন? আপনার বাজেট বেশি হলে এবং ডিজাইনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকলে আইফোন আপনার জন্য ভালো হবে। অপরদিকে আপনি যদি নানা কাজের বিবিধ অ্যাপ চান তো অ্যান্ড্রয়িড ফোন আপনার জন্য ভালো। উইন্ডোজ ফোন ডিভাইসও রাখতে পারেন পছন্দের তালিকায়। যে কাজের জন্য স্মার্টফোন কিনছেন, সেই কাজের ধরন অনুসারে স্পেসিফিকেশন ঠিক করুন। আপনি যদি মোবাইল ফটোগ্রাফি পছন্দ করেন, তাহলে ভালো ক্যামেরা দেখে কিনুন। ভালো মানের মিউজিকের জন্য মানুষ সাধারণত সনি স্মার্টফোন কিনে থাকে। যদি ইন্টারনেট ব্রাউজের জন্য কিনতে চান, তাহলে ট্যাব কিংবা বড় পর্দার স্মার্টফোন আপনার জন্য ভালো হবে। মোটকথা, আগে আপনার প্রয়োজন নির্ধারণ করুন। তারপর ব্যবহৃত ফোনের জন্য খোঁজ করুন।

কোথায় এবং কীভাবে খুঁজবেন

নতুন ফোন কিনতে চাইলেই আপনি কিনতে পারবেন, তবে পুরনো স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে আপনাকে আগে নিচের উৎসগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে।

০১. আপনি যে স্মার্টফোন কিনতে চাচ্ছেন তা আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের মাঝে জানিয়ে দিন। দেখবেন তাদের মাঝেই কেউ না কেউ আপনাকে স্মার্টফোনের খোঁজ জানাবে।

০২. সোশ্যাল নেটওয়ার্কে শেয়ার করুন কিংবা খুঁজে দেখুন। জনপ্রিয় সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ফেসবুকে এমন অনেক গ্রুপ বা পেজ আছে, যেখানে ব্যবহার হওয়া স্মার্টফোন কেনাবেচা করা হয়। আপনার পছন্দের স্মার্টফোন কেউ বিক্রি করতে আগ্রহী কি না তা খুঁজে দেখুন। আগ্রহী কাউকে খুঁজে না পেলে আপনার পছন্দের কথা জানিয়ে পোস্ট করে রাখুন।

০৩. ই-বেতে খুঁজে দেখুন। নানা কারণে আমাদের দেশে ই-বে'র মাধ্যমে বেচাকেনার চল নেই। তবে যদি সে সুযোগ থাকে তো ই-বেতে খুঁজে দেখতে পারেন আপনার পছন্দের স্মার্টফোনটি। অনেক স্মার্টফোন পাবেন। জেনে নিন বাংলাদেশে পাঠাবে কি না। যদি পাঠায় তো খরচ কে বহন করবে এবং যদি খরচ আপনার ওপর বর্তায়, তাহলে তার পরিমাণ কত।

০৪. দেশী শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ওয়েবসাইটগুলোতে খুঁজে দেখুন। ই-বে'র অনুরূপ বেশ কয়েকটি শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ওয়েবসাইট তৈরি হয়েছে বাংলাদেশী ব্যবহারকারীদের জন্য। এসব ওয়েবসাইটে আলাদা আলাদা শিরোনামে পণ্য লিপিবদ্ধ করা থাকে। স্মার্টফোন খুঁজে পাওয়ার অন্যতম উৎস এগুলো। বাংলাদেশে জনপ্রিয় এমন ওয়েবসাইটের মাঝে বিক্রয় ডটকম, সেলবাজার ডটকম, ওএলএক্স ডটকম ডট বিডি উল্লেখযোগ্য।

বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন

কোনো ওয়েবসাইটে খুঁজে পাওয়া স্মার্টফোন সম্পর্কে বিক্রেতাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন। আপনি কী চাচ্ছেন আর সে কী দিচ্ছে, তার মাঝে তুলনা করুন। দরকষাকষিও করে নিতে পারেন। বিক্রেতা হয়তো আপনাকে সঠিক তথ্য নাও দিতে পারে। আর সে জন্য বিক্রেতাকে জানান তার বর্ণনা অনুযায়ী স্মার্টফোন না পেলে আপনি কিনবেন না এবং কেনার আগে সবকিছু ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেবেন। এতে বিক্রেতার কাছ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এভাবে আগে থেকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে আপনার সময় বাঁচাতে পারবেন। প্রতিটি ফোনের জন্য আপনাকে বিক্রেতার কাছে যেতে হবে না। বিক্রেতাকে করা প্রশ্নের উত্তর থেকেই আপনি বুঝে যাবেন, কোন কোন ফোনগুলো আপনার সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।

বাজারমূল্য অনুসন্ধান করুন

ব্যবহার হওয়া স্মার্টফোন কেনার অন্যতম কারণ কম মূল্যে পাওয়া যায়। স্মার্টফোনটির বাজারমূল্য কত হতে পারে, সে সম্পর্কে ধারণা না থাকলে আপনাকে বেশি মূল্যে কিনতে হতে পারে। এজন্য কেনার আগেই বাজারমূল্য অনুসন্ধান করে দেখুন। এ ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন : যে স্মার্টফোনটি কিনতে চাচ্ছেন তার বর্তমান অবস্থা কেমন এবং কতদিন ব্যবহার করা হয়েছে তা জেনে নিন। তারপর খুঁজে দেখুন বর্তমানে কত মানুষ সেই ▸

স্মার্টফোনটি বিক্রি করতে আগ্রহী এবং তাদের উল্লিখিত মূল্য। এসব ক্ষেত্রে ই-বে ভালো কাজ দেয়। যেহেতু আমাদের দেশে ই-বে নেই, কিংবা থাকলেও মুদ্রার তারতম্যের কারণে কেনা সহজ নয়, তাই আমাদের দেশীয় ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের ওয়েবসাইটগুলো অনুসন্ধান করে দেখুন। বিক্রয় ডটকম, সেলবাজার ডটকম, ওএলএক্স ডটকম ডটবিডি ইত্যাদি এমনই কিছু ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটগুলোতে আপনি প্রচুর বিক্রেতা পাবেন, যারা একই স্মার্টফোন বিক্রি করতে আগ্রহী। এমন বেশ কিছু স্মার্টফোনের পেজ ঘেঁটে দেখুন। এই ফোনগুলোর বর্তমান অবস্থা এবং সে অনুসারে উল্লিখিত মূল্যগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন আপনি যে ফোনটি কিনতে চাচ্ছেন তার জন্য কত টাকা পরিশোধ করলে তা ঠিক হবে। ওয়েবসাইটগুলোর সার্চের ফলাফলে আপনি অনেক স্মার্টফোন পাবেন। কিন্তু এখানে কিছু বিষয় দেখে নিতে হবে।

০১. আজকাল দেশের বাইরে থেকে প্রচুর স্মার্টফোন নিয়ে এসে বিক্রি করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে সেটি আনলকড কি না। অর্থাৎ কোনো মোবাইল নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ কি না। চুক্তিবদ্ধ স্মার্টফোন চুক্তিমুক্ত অর্থাৎ আনলক করতে বাড়তি খরচ হয়। সেটি মাথায় রাখুন।

০২. আপনি যে স্মার্টফোনটি কিনতে চাচ্ছেন, কাছাকাছি স্পেসিফিকেশনের অন্যান্য নতুন স্মার্টফোনের মূল্য জেনে নিন। যদি একই মূল্যে মোটামুটি একই মানের নতুন স্মার্টফোন কেনা সম্ভব হয়, তাহলে ব্যবহার হওয়া স্মার্টফোন কেনার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। কারণ নতুন স্মার্টফোনের ওয়্যারেন্টি থাকে, যা ব্যবহার হওয়া স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে না থাকার সম্ভাবনা বেশি।

০৩. স্মার্টফোনের সাথে সংশ্লিষ্ট সব যন্ত্রাংশ দেখে নিন। ব্যাটারি চার্জার, হেডসেট, ডাটা ক্যাবল ইত্যাদি। যদি সেগুলো স্মার্টফোনের সাথে না দেয়া হয়, তাহলে আলাদাভাবে তা কিনতে কত টাকা লাগবে তা জেনে তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

০৪. আপনার বাজেট মাথায় রেখে স্মার্টফোন খুঁজে দেখুন। বাজেটের সাথে মিলে যাচ্ছে শুধু এমন স্মার্টফোনগুলোর বিবরণ পড়ে যেগুলো অপেক্ষাকৃত ভালো, সেগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করুন।

কেনার আগে সশরীরে ফোনটি পরীক্ষা করে দেখুন

অনলাইনে স্মার্টফোন সম্পর্কে খোঁজ পেলেও কেনার আগে নিজে বা অভিজ্ঞ কাউকে সাথে নিয়ে বিক্রেতার সাথে সরাসরি দেখা করে স্মার্টফোনটি পরীক্ষা করে দেখুন। কারণ ওয়েবসাইটে দেয়া ছবি কিংবা ভিডিও দেখে সবসময় স্মার্টফোনের সঠিক অবস্থা জানা যায় না। এ ক্ষেত্রে আপনার নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য কিছু বিষয় ভেবে রাখা উচিত। ফোন কিনতে গেলে আপনি স্বাভাবিকভাবেই সাথে বেশকিছু টাকা রাখবেন। এসব ক্ষেত্রে এমন অনেক নজির আছে যে টাকা ছিনতাই হয়ে গেছে। তাই এমন জায়গায় দেখা করুন, যেখান থেকে ছিনতাই করা সহজ হবে না। সাথে কাউকে রাখুন এবং সম্ভব হলে সবকিছু ঠিক হওয়ার পর ব্যাংক কিংবা অনুরূপ কোথাও থেকে টাকা উত্তোলন করে পরিশোধ করুন। স্মার্টফোনটি হাতে পাওয়ার পর আপনি নিজে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখুন। এ জন্য যা করতে পারেন তা নিম্নরূপ :

ফোনটি হাতে নিয়ে দেখুন : কিছুটা সময় নিয়ে ভালো করে খুটিয়ে দেখুন কোথাও কোনো দাগ, টোল, ফাটা বা অনুরূপ কোনো ক্ষতির চিহ্ন আছে কি না। স্মার্টফোনের ব্যাক কভার কিংবা বডির অন্য কোনো স্থানে অল্প দাগ থাকতেই পারে, যেহেতু এটি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ডিসপ্লে ও ক্যামেরা লেন্সে কোনো দাগ থাকলে আপনার উচিত সেই স্মার্টফোনটি না কেনা, কিংবা আপনি সেটির জন্য বেশ কম মূল্য দিতে পারেন।

স্মার্টফোনটি চালু করে দেখুন : ফোনটি চালু হতে কত সময় নিচ্ছে। কোনো লক কোড দেয়া আছে কি না। যদি থাকে, তাহলে সেটি আনলক করে নিন। টাচস্ক্রিন স্মার্টফোন হলে পর্দার স্পর্শকাতরতা বা সেনসিটিভিটি দেখুন। সহজে ব্যবহার করা যাচ্ছে কি না তা দেখুন। সফটওয়্যার ভার্সন দেখুন। স্মার্টফোনের কিছু সার্ভিস কোড টেস্ট থাকে, যেগুলো দিয়ে আপনি স্মার্টফোন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য এবং কিছু পরীক্ষা তাৎক্ষণিকভাবে করে দেখতে পারবেন। যেমন অ্যান্ড্রয়েড ফোনে *#*#৪৬৩৬#*#* ডায়াল করলে ফোন, ব্যাটারি এবং এই সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য পাবেন। নিচের ওয়েবসাইটগুলো থেকে আপনি এমন আরও কিছু সার্ভিস কোড পাবেন, যা কেনার আগে ডায়াল করে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

অ্যান্ড্রয়িড : http://goo.gl/IvqEnI
আইফোন : http://goo.gl/bCVuAE
উইন্ডোজ ফোন : http://goo.gl/w6bnPI

স্মার্টফোনের ব্যাক কভার খুলে দেখুন : এবার ব্যাক কভার খুলে দেখে নিন ভেতরের অবস্থা। ব্যাটারি খোলা সম্ভব হলে তা খুলে দেখুন। কোনো ধরনের দাগ আছে কি না তা দেখুন, কিংবা কোনো ভাঙা পিন। সিম ও মেমরি কার্ড স্লট পরীক্ষা করে দেখুন।

সিম ও মেমরি কার্ড লাগিয়ে দেখুন : নিজস্ব সিম কার্ড ও মেমরি কার্ড লাগিয়ে দেখুন সেগুলো ফোনের ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছে কি না। সেই সাথে কল করে কথা বলে দেখুন কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে কি না এবং অপর প্রান্তের মানুষটি আপনার কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে কি না।

স্মার্টফোনের পোর্টগুলো চেক করুন : পোর্টগুলো চেক করার জন্য দরকার হেডফোন, ব্যাটারি চার্জার ও ডাটা ক্যাবল। হেডফোনে শব্দ শোনা যাচ্ছে কি না, সেই সাথে কথা বলা যাচ্ছে কি না, তাও কল করে দেখে নিতে পারেন। নিজস্ব চার্জার থাকলে ভালো, না থাকলে ফোনের সাথে যে চার্জার দেয়া হচ্ছে তা দিয়েই দেখুন চার্জ হয় কি না। সে সুযোগ না থাকলে ডাটা ক্যাবল লাগিয়ে দেখুন কোনো পিসির সাথে। যদি চার্জ হয়, তাহলে বুঝবেন চার্জিং পোর্ট ঠিক আছে, সাথে ডাটা ক্যাবলও।

ফোনটি চুরির নয় তো?

খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ধরুন, আজ আপনি একটি স্মার্টফোন কিনলেন, আগামীকাল আপনার দরজায় কেউ কড়া নেড়ে বলল– আমার স্মার্টফোন আমাকে দিয়ে দিন। তার বক্তব্যের সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ দেখাল, সাথে হয়তো পুলিশও থাকবে। আপনি কি করবেন? বড়জোর পুলিশের কাছে জানাতে পারবেন যে আপনি কার কাছ থেকে কিনেছেন, কবে কিনেছেন এবং কীভাবে ধোঁকার শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া আর কিছু কি করার আছে আপনার? বর্তমানে স্মার্টফোন চুরির ঘটনা যেমন বেড়েছে, সেই ফোনগুলো বাজারে বিক্রিও হচ্ছে প্রচুর। ব্যবহার হওয়া স্মার্টফোন কেনার আগে তাই থাকতে হবে সাবধান। বর্তমানে যা হয়, তা হচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলোতে স্মার্টফোন চুরি করে তা পুবের দেশগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ফলে সেই স্মার্টফোনের মালিকানা দাবি করার কেউ থাকে না। কম মূল্যে এই স্মার্টফোনগুলো কেনা আর চুরি করতে উৎসাহিত করা একই কথা। তাই আপনার দায়িত্ব আপনাকে পালন করতে হবে। দুঃখের বিষয়, আমাদের কাছে এমন কোনো বাধা ফর্মুলা নেই, যার মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন যে ফোনটি চুরির কি না। এখানে আপনাকেই থাকতে হবে সতর্ক। যেমন : ফোন কেনার রসিদ দেখতে চাইতে পারেন, কিংবা ওয়্যারেন্টি কার্ড। আবার আইএমইআই কোড নিয়ে তা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাছে ই-মেইল করে দিতে পারেন।

সব নিয়ম মানার পরও আপনি হতে পারেন প্রতারণার শিকার। তাই আপনাকে থাকতে হবে সতর্ক। তবে উপরের বিষয়গুলো মাথায় রাখলে ব্যবহার হওয়া স্মার্টফোন কেনার সময় খারাপ পণ্য পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় কজ

ফিডব্যাক : m_hasan@ovi.com